যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......
MAR. 01 2002

অনিশ্চিত আইটি ভিলেজ

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মহাখালীতে ইনফরমেশন টেকনোলজি ভিলেজ তথা আইটি ভিলেজ গড়িয়া তুলিবার সরকারি উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত আদৌ বাস্তবায়িত হইবে কীনা তাহা লইয়া সংশয় দেখা দিয়াছে। তথ্যপ্রযুক্তির যুগের সহিত তাল মিলাইয়া চলিবার যোগ্যতা অর্জনের স্বার্থে সরকার ১৯৯৯ সালে আইটি ভিলেজ গড়িয়া তুলিবার প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছিল। তদনুসারে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ছাড়াও সরকার ১৯৯৯ সালের ৬ অক্টোবর মহাখালীর তিতুমীর কলেজের পেছনের ৪৭ একর খাস জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে প্রদান করে। কিন্তু যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, জমিটি আগে থেকেই বেদখলে ছিল। ফলে ভূমি মন্ত্রণালয় এই জমির দখল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে বুঝাইয়া দিতে পারে নাই। স্থানীয় একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার পৃষ্ঠপোষকতায় টিএন্ডটির কতিপয় কর্মচারী ও কিছুসংখ্যক বস্তিবাসী উক্ত জমি দখল করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে নির্ধারিত স্থানে আইটি ভিলেজ প্রকল্পের কোন কাজ করা বাস্তবে সম্ভব হইতেছে না। এই অপারগতা বেআইনি কর্মকাণ্ডের নিকট এক ধরনের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ বর্তমান সরকার দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে যে অত্যন্ত আগ্রহী, তাহা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। সম্প্রতি তাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আইটি টাস্কফোর্সের এক সভায় তিনি দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য সরকারি খাত, বেসরকারি উদ্যোক্তা ও প্রবাসী বাংলাদেশীসহ সকল মহলের সুসমন্বিত জাতীয় প্রচেষ্টার আহ্বান জানাইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ অথবা যে কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে আমাদেরকে যে পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি আইটি খাতের সকল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আইটি ভিলেজের জন্য নির্ধারিত স্থানে ভিলেজটি গড়িয়া তোলা অবশ্যই এই খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু সরকারের সুনির্দিষ্ট অবস্থান এবং প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও আইটি ভিলেজের জন্য নির্ধারিত সরকারি জমি বেদখলকারীদের হাত হইতে উদ্ধার করা যাইতেছে না কেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যুগান্তরের খবরে জানা যায়, একটি বেসরকারি হাউজিং কোম্পানি জমিটি দখল করিতে চায়। উক্ত কোম্পানি বেদখলকারীদের মদদ যোগাইতেছে। এই অভিযোগ সত্য হইলে তাহা সরকারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করিবার শামিল। রাজধানীতে সরকারি খাস জমি সরকারের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তিন বৎসরের মধ্যেও বেদখলকারীদের নিকট হইতে মুক্ত করা যাইতেছে না, ইহা বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়। এই অবিশ্বাস্য বাস্তবতার হেতু কী তাহার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির নিত্যনূতন উদ্ভাবনকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইয়া দুনিয়ার বহু দেশ তরতর করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। এই খাতে প্রতিবেশী ভারতের সাফল্য এক কথায় চোখ ধাঁধানো। বাঙ্গালোর এবং অন্ধ্র হইয়া এখন সারা ভারতে যেন তথ্যপ্রযুক্তির জোয়ার বহিতেছে। অথচ আমরা এখনও তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের কেন্দ্রীয় ভিত্তি হিসাবে একটি আইটি ভিলেজ গড়িয়া তুলিবার জন্য নির্ধারিত জমিটিই কন্টকমুক্ত করিতে পারিতেছি না। এই লজ্জা আমরা রাখিব কোথায়? অবিলম্বে আইটি ভিলেজের জন্য নির্ধারিত জমি হইতে বেদখলকারীদের উচ্ছেদ করিয়া ভিলেজ গড়িয়া তোলার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করিবার জন্য আমরা সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাইতেছি।